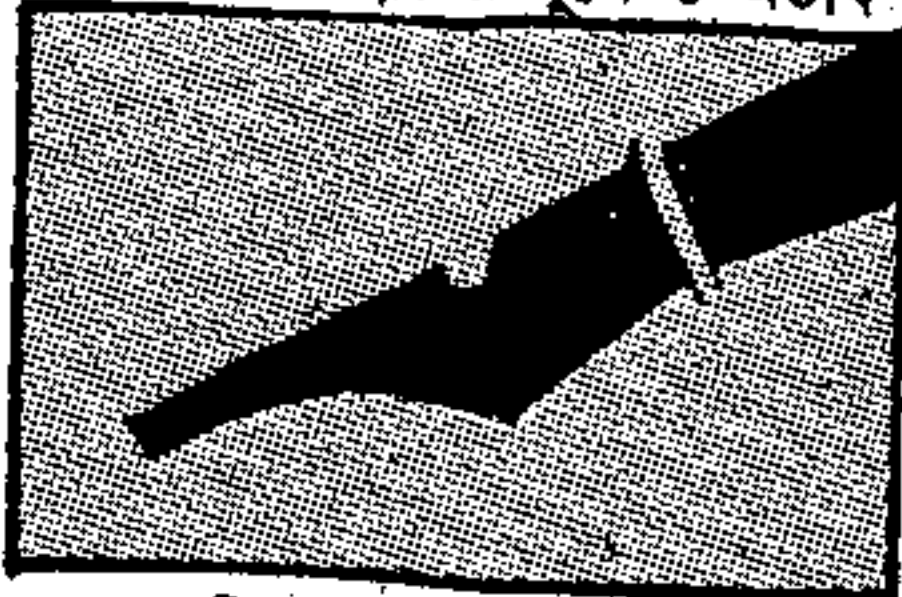


১৫

এবার কি শিক্ষকদের পালা?

ইদানীং আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে, মেসার-চেয়ারম্যান মানেই গম চোর এবং এর মূলে যে কারণ তা হলো "কাজের বিনিময়ে খাদ্য"। দাতা সংস্থাগুলো আমাদের দুঃখ ও অভাব



দেখে ব্যথিত হয়ে আমাদের সাহায্য করছেন নাকি কায়দা করে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের চোর বানাচ্ছেন। যেমন ধরুন আপনি একজন প্রতিনিধি, আপনাকে প্রথমে ফুড অফিসে যেতে হবে ডিও আনতে। সেখানে কেরানি

সাহেবরা আপনাকে বলবে যে, আমরা কিছু পেয়ে থাকি, সুতরাং তাদের পাওনা দিতে হবে। এরপর ডিও নিয়ে যাবেন ফুড গোডাউনে, সেখানকার কেরানী সাহেবদের পাওনা দিতে হবে। তারপর লেবার সর্দার তাদের পাওনা না দিলে ওজনে কম দেবে। পাওনা দিয়ে গম নিলেন কিন্তু গম তো আর হেঁটে কর্মস্থলে যাবে না- তার জন্য গাড়ি ভাড়া করতে হবে। এই গেল এক খরচ আবার যেখানে সরকারের খাস জায়গা নেই সেখানে মাটি নিতে হলে আপনাকে অবশ্যই টাকা দিতে হবে। মাটির মালিক তো আর আপনার কাছ থেকে গম নেবে না। সুতরাং এই সমস্ত খরচগুলো আপনাকে কিছু গম বিক্রি করেই করতে হবে। কিন্তু গম বিক্রির তো কোন নিয়ম নেই, নিয়ম শুধু একটাই কাছ করবে বিনিময়ে গম পাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দাতা সংস্থাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের জনগণের কাছে চোর বানাচ্ছেন। এবার তারা নতুন আর একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার নাম "লেখাপড়ার বিনিময়ে খাদ্য"। তাহলে জনপ্রতিনিধির পর এবার তাদের টার্গেট কি শিক্ষকরা?

ডকুমেন্টা চাকী

কুষ্টিয়া।